প্রথম আলো

তারিখ ... ৪. সেপ্টে. 2009
পৃষ্ঠা ......

মাদ্রাসা বোর্ড শুধু ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন করবে

শরিফুজ্জামান ●

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড শুধু ধর্মীয় শিক্ষা মূল্যায়ন করবে। এ ছাড়া বাংলা ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় মূল্যায়ন করবে সাধারণ শিক্ষা বোর্ড বা প্রস্তাবিত শিক্ষা কাউন্সিল। জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়ায় এ কথা বলা হয়েছে।

গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকালই খসড়া শিক্ষানীতির প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।

শিক্ষানীতিতে বলা হয়, সাধারণ ও ইংরেজি মাধ্যম পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যাতে সমানভাবে অংশ নিতে পারে, সে জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় নয় শতাংশ মাদ্রাসাগুলোতে পড়াশোনা করে। পাঠ্যবই ও পাঠ্যক্রমের দুর্বলতা, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মাদ্রাসা বোর্ড শুধু ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন করবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পিছিয়ে পড়ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষায় অভিন্ন বিষয়গুলো অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হবে। এ ছাড়া সাধারণ শিক্ষার ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্রাসাগুলোতে অনুসরণ করা হবে।

শিক্ষানীতিতে সাধারণ শিক্ষার স্তর পরিবর্তন করে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী। একইভাবে পাঁচ বছরের ইবতেদায়ি স্তরকে আট বছর এবং পাঁচ বছরের দাখিল স্তরকে চার বছর করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুই বছরের ফাজিল স্তরকে তিন বা চার বছর এবং দুই বছরের কামিল স্তরকে দুই বা এক বছর মেয়াদি করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে ২০০০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতি সংস্কার ও আধুনিকায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে গত ৮ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। পরে ওই কমিটিতে আরও দুজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হন।

কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার স্তরকে ধাপে ধাপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, মাধ্যমিক স্তরকে নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত করা, সব ধারার পাঠ্যসূচিতে কিছু অভিন্ন বিষয় বাধ্যতামূলক করা এবং একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে।

এতে প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে ২০১২ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০১৫ সালের মধ্যে সাত বছর এবং ২০১৮ সালের মধ্যে আট বছর করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত থাকা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এ প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

প্রাথমিক স্তরের সব ধারায় নির্ধারিত বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। এসব মৌলিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান। এসব বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।

প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিক স্তরের তিন ধারা অর্থাৎ সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ স্টাডিজসহ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে খসড়া শিক্ষানীতির পক্ষে-বিপক্ষে দলমতনির্বিশেষে মত দেওয়া যাবে। এসব মত সমন্বয় করে শিক্ষানীতি মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে এবং মন্ত্রিসভা চাইলে এটা পাঠানো হবে জাতীয় সংসদে।

www.moedu.gov.bd ওয়েবসাইটে খসড়া শিক্ষানীতি দেখা যাবে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত এ বিষয়ে মতামত নেওয়া হবে। মতামত দেওয়ার জন্য minister@moedu.gov.bd এবং info@moedu.gob.bd নম্বরে ই-মেইল করা যাবে।